দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৯৪ বং

45

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উ★ন্নত। উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করার নিমিত্তে উন্নত দেশগুলোর সরকার, জনগণ ও ছাত্র সমাজ সদাসচেষ্ট। মানুষ যত শিক্ষিত হয় তার জ্ঞানের পরিধিও তত বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার সাথে ছাত্রদের দায়িত্ব-কর্তব্যও বাড়ে।

কিন্তু আজ আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষার পরিবেশ যে কি অবস্থায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিছুসংখ্যক স্বার্থবাদী তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, অন্যদিকে ছাত্রদের ভবিষ্যতকে ধূলিস্যাৎ করে দিচ্ছে। এ জন্য যে শুধু ছাত্ররাই নষ্ট হচ্ছে বা শিক্ষার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তা নয়—এর খেসারত দিতে হচ্ছে জাতিকেও। প্রভাবশালী মহলের কালো হাতের ইঙ্গিতে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে কুচক্রীরা। ছাত্ররাও তাদের ভবিষ্যতের দিকে নজর না দিয়ে মিথ্যে মরিচিকার পিছনে ধাবিত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যতকেই শুধু নষ্ট করছে না, সেইসাথে দেশেরও বিরাট স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়। কেননা আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনের দেশ চালনার উত্তরসূরী। ছাত্ররা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার পবিবেশ কলুষিত করছে শিক্ষাঙ্গনকে রণক্ষেত্রে পরিণত করার মাধ্যমে। এই বর্বরোচিত কাজ দূর না করলে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ব্যহত হবে। এ জন্য প্রথমেই ছাত্রদের সজাগ থাকতে হবে। সেই সাথে সরকার, জনগণ, রাজনৈতিক দলসহ সকলেরই সহযোগিতা ও কার্যকরী পদক্ষেপ প্রয়োজন। কেননা, এই সমস্যা দেশ ও জাতির সমস্যা।

—মোঃ নাজমুল ইসলাম ইউসুফ।

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা।
শিক্ষাঙ্গন। দৈনিক ইনকিলাব; ঢাকা। আগস্ট ১৫; ৫

ছাত্ররা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনকে রণক্ষেত্রে পরিণত করার মাধ্যমে। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ছাত্র, সরকার, জনগণ, রাজনৈতিক দলসহ সকলেরই সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।